ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণ

(Local Development and Resource Mobilization through Local Government Institution)

ড. এস, জে, আনোয়ার জাহিদ *

Abstract: *Union parishad as a focal point of local government institutions has been implementing development activities at local level. For formulating local level plans and projects, identification of local problems/needs, identification of local resources, assessment of their quantity and valuation are necessary to design and implement local development plans through participation of the local people. The sources of resources of Union parishad are i) Financials (taxes, fees, government. grants, rents/investable income etc.), ii) Natural and infrastructural (ponds, rivers, hills, roads, schools, houses etc.), and iii) Human resources (educated skilled people, youths, women, local leaders and people living abroad etc.) as well. Through Union parishad is responsible for local development, many Union parishads can not able to perform mentionable contributions in the development of the local areas because of inadequate financial resources and little surplus in the revenue income after paying the salary and allowances of the elected members and staff of Union parishads. In such a perspective, it is necessary to identify the prevailing problems/needs of Union parishads, available local resources for implementing development programmes with a view to increasing income of the Union parishad. To solve the institutional problems relating to local resources mobilization and local development, some attempts could be undertaken as per prevailing laws of local government and at the same time central government could increase its support to enhance local development. Therefore, the Union parishad as a local government institution will able to support and initiate activities (e.g. rural works programmes, infrastructural works, irrigation etc.), which will help in the utilization of local resources for increasing production in rural areas.*

১.০ ভূমিকা

সাধারণ অর্থে উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা, জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি প্রধানত চারটি গুণকের মধ্যে নিহিত এবং এগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, মূলধন গঠন এবং প্রযুক্তি (সাহা, ১৯৮৯:২৪)। বর্তমানে স্থানীয় উন্নয়নকে কয়েকটি সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সক্ষমতা অর্জনের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সুপরিকল্পিত কৌশল ও পদক্ষেপের মাধ্যমে আহরণযোগ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিদ্যমান সমস্যার সমাধানসহ অবস্থার গুণগত, আর্থ-মানবিক ও

* পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ), বার্ড, কুমিল্লা

সামাজিক উন্নতি সাধন। অধ্যাপক উইলিয়াম ও বাট্টিকের মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যাথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা কর্মের মাথাপিছু উৎপাদন স্থানীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন (পূর্বোক্ত, ১৯৮৯)।

স্থানীয় উন্নয়ন বলতে সাধারণত স্থানীয় জনগণের কাঙ্ক্ষিত চাহিদাপূরণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনকে বুঝানো হয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনয়ন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি সাধন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে-স্থানীয় উন্নয়ন এবং জনগণের উন্নত জীবন যাত্রার জন্য এলাকার সমস্যা সনাক্তকরণ, সম্পদ চিহ্নিতকরণ, কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নিরূপণ, কর্মপদ্ধতি স্থিরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদনকারীদেরকে সব সময়ই সম্পদের নতুন নতুন উৎসের অনুসন্ধান করতে হয়। সম্পদের নতুন নতুন উৎস সনাক্তকরণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে রূপান্তর উভয় কারণেরই নতুন ও অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সম্পদের আহরণ, উন্নয়ন, বণ্টন ও যথাযর্থ ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো আহরণযোগ্য সম্পদসমূহ সনাক্তকরণ এবং সম্পদের মূল্যায়নের মাধ্যমে এগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা এবং জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মূলত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। চিমা এবং রনডিনেলী (১৯৮৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত নিম্নে উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন (হোসেন, ১৯৯২৪৫):

১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন এবং এ প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা বা এলাকা থাকবে।

৩। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যাদের নিজেদের উদ্যোগে দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকবে।

৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবে; এবং

৫। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্পদ আহরণ ও তার উপর কর্তৃত্ব ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে

বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিকভাবে কেন্দ্রীয়/জাতীয় সরকার অধিক সহায়তামূলক অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ম পরিধি ও আর্থিক ভিতকে মজবুত করে থাকে। ফলে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ-সুবিধাসমূহ যথার্থ ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য দপ্তর, হাঁস-মুরগী পশুপালন দপ্তর, ভূমি অফিস, বিআরডিবি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্যাংক, এনজিও, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, বিসিক ইত্যাদি স্থানীয় উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা-সহায়তা প্রদান করতে পারে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভিন্ন আর্থিক খাতগুলোকে সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীভুক্ত করে কর্মপন্থা নির্ধারণে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিধায় সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবহার ব্যতিরেকে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন বা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিশেষ করে বনজ, পানি সম্পদ ও ভূমির বহুবিদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্পদ কোথায় ও কি পরিমাণ আছে এবং এর চাহিদা কিরূপ, ভবিষৎ চাহিদা ও মূল্য পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্যবহার কতটুকু প্রভাব ফেলবে, সম্পদের আহরণ কৌশল কি হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন (Mitchell, ১৯৯৭)।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ, এতদ্‌সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার বিধিমালা পর্যালোচনা এবং সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সুপারিশমালা প্রণয়ন। এ নিবন্ধে উল্লিখিত স্থানীয় উন্নয়ন ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত আলোচনা মূলত ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নিবন্ধ রচনার পদ্ধতি

গবেষণা নিবন্ধটি মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর প্রণীত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত লেকচার স্ক্রিপ্ট, জার্নাল নিবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন এবং স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা হয়েছে।

স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulation of Local Development Plans)

উপর হতে নিচ (Top-down) পদ্ধতি পরিকল্পনার আওতায় প্রণীত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে জনগণ উন্নয়নের যথাযথ সুফল পায় না এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় না বিধায় স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের অবশ্যকতা রয়েছে। কেননা স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয়/গ্রামীণ জনগোষ্ঠির চাহিদা/প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কোন এলাকার সর্বাত্মক (Comprehensive)

উন্নয়ন, কোন কমিউনিটি, গ্রুপ বা দলের উন্নয়ন (ভূমিহীন, জেলে, মহিলা), কোন খাত/বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন (কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামো যেমন: রাস্তা-ঘাট/কালভার্ট সংস্কার/নির্মাণ) ইত্যাদির কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সম্পদরে ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কোন এলাকার উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভৌত অবকাঠামো সংস্থার/নির্মাণ, সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকে।

স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণ (Identification and Mobilization of Local Resources)

সম্পদ হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। ফলে কোন এলাকার সামগ্রিক (Comprehensive) বা খাতভিত্তিক (Sectoral) উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ আহরণযোগ্য স্থানীয় সম্পদসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। আহরণযোগ্য সম্পদের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এবং সমস্যা সমাধান করতে কতটুকু সক্ষম হবে, কিভাবে এ সম্পদ সর্বাত্মক ব্যবহার করা যাবে এবং কি পরিমাণ সম্পদ সরকার ও বর্হি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা যাবে তার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ঃ১১-১২)। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়:

মানব সম্পদ (Human Resources)	ঃ	মানুষ তার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে তাহাই মানব সৃষ্ট সম্পদ (হুদা, ২০০৮ঃ৭৬)। স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদ সৃষ্টিকারী এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকাপালনকারী এলাকার শিক্ষিত/দক্ষ/বুদ্ধিবান/জ্ঞান ব্যক্তি, যুব পুরুষ ও মহিলা, ডাক্তার, প্রকৌশলী কৃষিবিদ, উদ্যোক্তা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রবাসী ব্যক্তি প্রভৃতি মানব সম্পদ চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়।
জমি ও ভৌত সম্পদ (Land and Physical Resources)	ঃ	জমি, বাগান, পুকুর, বসতবাড়ী, ঘর, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, দালান-কোটা ইত্যাদির সংখ্যা/পরিমাণ নিরূপণ।
আর্থিক সম্পদ (Financial Resources)	ঃ	সংগঠন/গ্রামবাসীর নগদ টাকা-পয়সা, সঞ্চিত অর্থ, সংগঠনের রাজস্ব আয়/প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি পরিমাণ নিরূপণ।
প্রাকৃতিক সম্পদ (National Resources)	ঃ	নদী-নালা, খাল-বিল, হাওয়া/বাঁওর, পাহাড়-বালি, গাছ-পালা, খনিজ দ্রব্য, বন-জঙ্গল, আলো-বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষ তাঁদের বুদ্ধি ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে এলাকার অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে সেগুলোর সংখ্যা/পরিমাণ নিরূপণ (জাহিদ এবং রহমান, ১৯৯৪ঃ১১-১২)।
সামাজিক ও সাংগঠনিক সম্পদ (Social and Institutional Resources)	ঃ	স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন যেমনঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সমবায় সমিতি, কমিউনিটি, ক্লাব ইত্যাদির সেবা-সহায়তা, যৌথ চিন্তা ও উদ্যোগ/সিদ্ধান্তসমূহ, সামাজিক সংহতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির ভূমিকা নিরূপণ ও স্থানীয় উন্নয়নে এর যথাযথ ব্যবহার।
সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সেবা-সহায়তা (Support-services of Government and Non-government organizations)	ঃ	সরকারি জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের সেবা-সহায়তা যেমনঃ কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি, ঋণ, সেচ, স্বাস্থ্য-সেবা/পরিবার পরিকল্পনা, বাজারজাতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধিতমূলক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ইত্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও এলাকার উন্নয়নে এগুলোর ব্যবহার।

স্থানীয় সম্পদের প্রকারভেদ

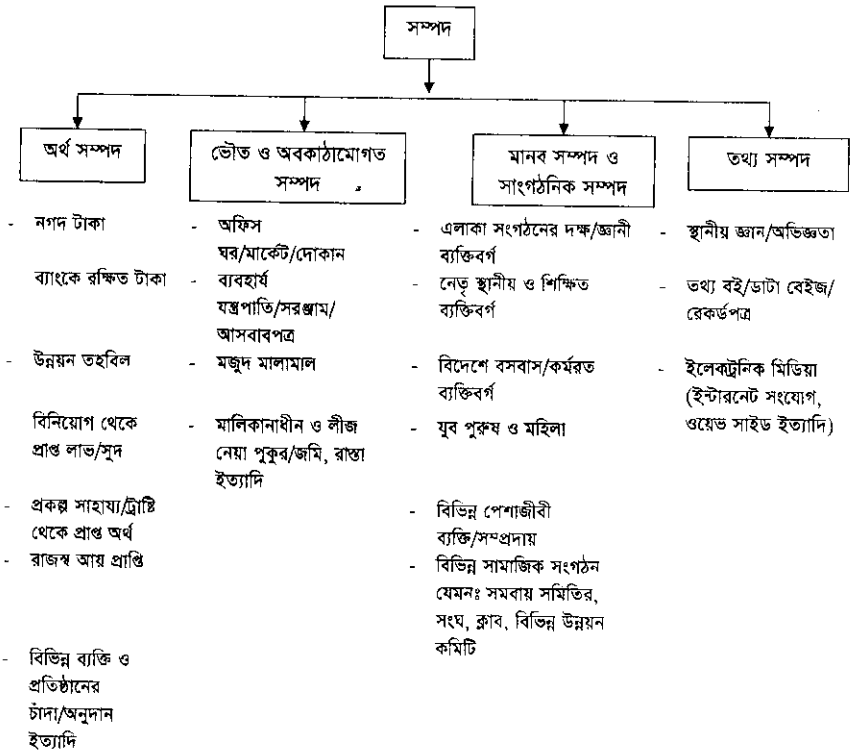

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার কতগুলো ধাপে আবর্তিত হয়ে থাকে। ধাপসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

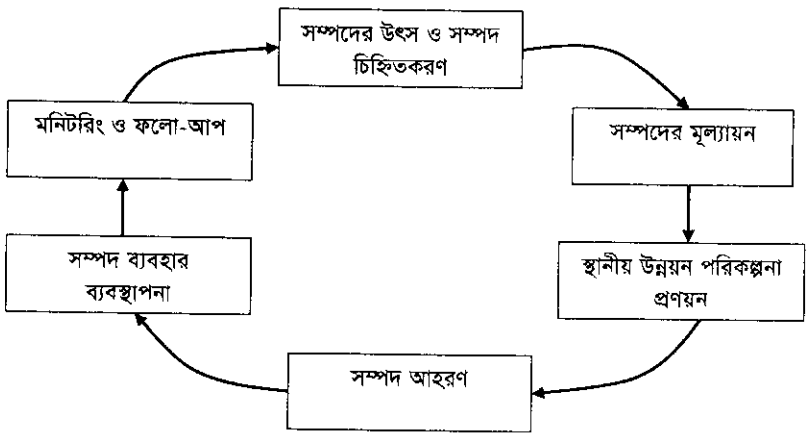

ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণের উৎস ও তহবিল গঠন (Sources of Resource Mobilization and Formulation of UP Fund)

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণত দুইভাবে তহবিল গঠন করতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রীয়/জাতীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং অনুদানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, নিজস্ব উদ্যোগে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় যত বাড়বে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা তত কমবে। যেহেতু, উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকার নিজেরাই আর্থিক সংকটে থাকছে সেহেতু, তাদের পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত চাহিদা মেটানো প্রায়ই সম্ভব হয় না। এ কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার প্রয়োজন হয়। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উৎস হতে সম্পদ আহরণ এবং তহবিল গঠন করতে পারে:

১। কর, ফি ও অন্যান্য চার্জসমূহের মাধ্যমে;

২। ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ন্যস্ত অথবা এর দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির ভাড়া ও মুনাফার মাধ্যমে;

৩। ব্যক্তি বিশেষের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা;

৪। ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সকল ট্রাষ্ট হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা;

৫। সরকারি ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা;

৬। সকল প্রকার বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভসমূহ দ্বারা; এবং

৭। ইউনিয়ন পরিষদে সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ।

উপর্যুক্ত উৎসসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কর, ফি, চার্জ, সরকারি ও ব্যক্তি বিশেষের অনুদান এবং ব্যবসা পরিচালনা করে তার লাভের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে। মূলত, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ৩টি উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করে থাকে। উৎসসমূহ হচ্ছে, (১) কর, (২) ফি এবং (৩) সরকারি অনুদান। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে ৬টি স্থানীয় উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উৎসগুলো নিম্নরূপ-(স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০০৮):

১) বাড়ীঘর ও দালান কোঠার উপর কর;

২) ব্যবসা, পেশা এবং বৃত্তির উপর কর;

৩) সিনেমা, নাটক ও থিয়েটার প্রদর্শনী এবং প্রমোদমূলক যে কোন আয়োজনের উপর প্রমোদ কর;

৪) লাইসেন্স ও পারমিটের উপর কর;

৫) হাট, বাজার এবং ঘাট ইজারা লব্ধ অর্থ;

৬। জলমহাল থেকে ইজারা লব্ধ অর্থ;

হাট-বাজারসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল এবং এ উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদসমূহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতো (হোসেন: ১৯৮৪)। ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে হাট বাজার উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করায় ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হারিয়েছে। এছাড়া আইন এবং সংসদ বিষয়ক পরিপত্র নং-৩০, আর নং-৬/১ এম-১৮, তারিখ:২০/০২/৯৭ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ১% ইউনিয়ন পরিষদ পাচ্ছে। এসব খাত ছাড়াও নিম্নলিখিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

- ❖ সরকারি অনুদান (চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীর অংশ, সচিব এবং কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা)।
- ❖ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ভাড়া বা মুনাফা।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের বিনিয়োগ হতে লাভ।
- ❖ সরকার অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য অন্যান্য উৎস:

ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কোন কোন খাত হতে স্থানীয় সম্পদ আহরণ করে থাকে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত খাত ছাড়াও স্থানীয় সম্পদ আহরণের উৎস নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের বর্ধিত করার বিবেচনা করা যেতে পারে:

(ক) বিবাহ নিবন্ধনকরণ ফি এর অংশ।

(খ) গভীর ও অগভীর টিউবওয়েল এর উপর ফিস।

(গ) সকল ধরনের সার্টিফিকেট/ছারপত্র প্রদানের জন্য ফি।

(ঘ) পল্লী বিদ্যুতের খুটির উপর কর।

স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার (Utilization of Local Resources)

স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। একদিকে ইউনিয়ন পরিষদের সীমিত আয় অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের সিংহ ভাগই ব্যয় হয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক খাতে যেখানে এ খাতের ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় এক চতুর্থাংশ (হোসেন, ১৯৯২:১৪)। তবে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব আয় হতে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা ও কর্মচারীদের

বেতনের অংশ মেটানোর পর বিধি অনুযায়ী নিজস্ব আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারছে না। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কাজও কেবল রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, মেরামত ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে কেবল সরকারি অনুদানের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

আহরণযোগ্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও এলাকার চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর মৌলিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত মৌলিক চাহিদাসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয় :

ক) খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ: এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং আর্সেনিক দূষণমুক্ত খাবার পানির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ বা হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা।

খ) স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন: স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পল্লীর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন এবং ক্লিনিক/মাতৃমঙ্গল/হাসপাতাল ইত্যাদির সুবিধাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ পারিপার্শ্বিক এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে নর্দমা/আবর্জনা/ময়লা ফেলার স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

গ) শিক্ষা ও উন্নয়ন: শিশু শিক্ষা/নারী শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা ও সর্ব শ্রেণীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি: স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

ঙ) নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা: বিবাদি মিমাংসা, সামাজিক সালিশ, ন্যায়বিচার, চুরি/ডাকাতি/সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

চ) চিত্ত-বিনোদন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও টিভি/রেডিও-র অনুষ্ঠান উপভোগ, ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা।

ছ) অবকাঠোমো উন্নয়ন: রাস্তাঘাট, পুল/কালভার্ট, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ, পানি নিস্কাশন/বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ, কুটির শিল্প ইত্যাদির উন্নয়ন।

জ) কৃষি উন্নয়ন: এলাকার শস্য উৎপাদন, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার ও সেবা-সহায়তা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন।

স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণের সমস্যা (Barriers to Local Development and Resources Mobilization)

ইউনিয়ন পরিষদকর্তৃক স্থানীয় সম্পদ আহরণের সমস্যাসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

১। নেতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী এবং জনপ্রিয়তা হ্রাসের আশংকার কারণে নির্বাচিত সদস্য ও চেয়ারম্যান স্থানীয় আয় বৃদ্ধি বিশেষত কর ও ফি আদায়ে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ নেন না;

২। স্থানীয় সরকার (ইউপি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারীর পর ইউনিয়ন পরিষদের কর আদায়ের খাত/উৎস যেমন: হাট-বাজার ইজারা, প্রাকৃতিক জলাশয় লিজ হতে প্রাপ্য আয় হ্রাস পায়;

৩। গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নগামী হওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোন বছর কর আদায় করা সম্ভব হয় না;

৪। আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিগণেরও কর প্রদানে অনীহা থাকায় কর আদায় হ্রাস পাচ্ছে;

৫। ধার্যকৃত কর অপেক্ষা প্রকৃত আদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে। কারও উপর কর ধার্য করা নির্ভর করে মূলত: ঘর-বাড়ীর সম্পদের মূল্য নির্ধারণের উপর। অনেক ক্ষেত্রেই সম্পদের মূল্য নিরূপণ সঠিকভাবে করা হয় না;

৬। ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর আদায়কারী না থাকায় কর আদায় করা যায় না। অনেক সময় আদায়কারীরা আদায়কৃত টাকা জমা প্রদানে বিলম্ব করেন।

৭। স্থানীয় উন্নয়নের প্রতি গ্রামীণ জনগণ/সুফলভোগীদের নৈতিবাচক মনোভাব ও স্বতঃস্ফূর্ত সীমিত অংশগ্রহণ;

৮। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত ব্যবহার বা অপব্যবহার যেমন: পানি সম্পদ এবং পার্বত্য ও অন্যান্য এলাকার পাহাড় বা উঁচু ভূমি ইত্যাদি সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার।

৯। স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব; এবং

১০। ফলপ্রসূ নীতি, কৌশল ও যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব।

স্থানীয় উন্নয়ন ও সম্পদ বাড়ানোর উপায় (Ways of Development and Increasing Local Resources)

১। স্থানীয় সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত অধ্যাদেশ, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং আহরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা;

২। স্থানীয় উন্নয়নে সুফলভোগীদের চাঁদা (Beneficiaries Contribution) আদায় বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান এবং সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে;

৩। পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, প্রকল্প সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সুফলভোগে গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৪। স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

৫। স্থানীয় সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বস্তুগত অগ্রগতি অর্জন হয় কিন্তু তাতে পরিবেশের তেমন ক্ষতি সাধন না হয় (আহমেদ, ১৯৯১)।

৬। ধার্যকৃত কর আদায় না হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। ইউনিয়ন এলাকার কর নিরূপণ এবং আদায়ের জন্য পরিষদের নিজস্ব বেতনভুক্ত স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে (হোসেন, ১৯৯২:১৬)

৮। ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থায়ী সম্পদসমূকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত সম্পদের উপর যথাযথ হারে কর নিরূপণ/ধার্য করা ও তা আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (আহমেদ ও কাদের, ১৯৯১: ৪৮)।

৯। ইউনিয়নের আওতাধীন যানবাহন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার জন্য ফি ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা (আহমেদ ও কাদের:১৯৯১)।

১০। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিষদের আয়বৃদ্ধি, জনগণকে সেবা প্রদান ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অর্থকরী কাজে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা (হোসেন, ১৯৯২:১৭)।

১১। স্থানীয় কর, রেইট, ফি বৃদ্ধিকল্পে প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২। ইউনিয়নের অন্তর্গত খাস পুকুর, খাস জমিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নিকট লিজ দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তা চাষাবাদ অথবা পুনরায় লিজের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ইউনিয়নের অন্তর্গত জলমহাল, হাটবাজার, ফেরীঘাট ইত্যাদি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা।

১৩। ডেভির মতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে- ক) সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং খ) লাভের উদ্দেশ্যে। এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার, কৃষি খামার, বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি কার্যক্রম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। সম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে মার্কেট নির্মাণ, বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও ইউনিয়ন পরিষদ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন,

ক) সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে;

খ) কমপক্ষে মধ্য-মেয়াদ সম্পন্ন সরঞ্জামাদি কেনার জন্য;

গ) আয় সম্ভব এমন খাতে পুঁজি বিনিয়োগ; এবং

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ গঠন/উন্নয়নের জন্য

১৪। জাতীয় সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের একটি অংশ সরকারি বরাদ্দ হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য দেয়া যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন জনসংখ্যা, ইউনিয়নের পশ্চাৎপদতা, সম্পদ, গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য ইত্যাদির ভিত্তিতে এ বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

উপসংহার

স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ আহরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও স্থানীয় সম্পদ আহরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের আর্থিক ভীত দুর্বল তথা দারিদ্রের মাত্রা ও নিম্ন-আয়ের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরণ একটি কষ্টসাধ্য কাজ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলে সরকারের উপর হতে নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কল্পে নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মচারীদের প্রচেষ্টা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ইউনিয়ন পরিষদের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

৪। স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

৫। স্থানীয় সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বস্তুগত অগ্রগতি অর্জন হয় কিন্তু তাতে পরিবেশের তেমন ক্ষতি সাধন না হয় (আহমেদ, ১৯৯১)।

৬। ধার্যকৃত কর আদায় না হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৭। ইউনিয়ন এলাকার কর নিরূপণ এবং আদায়ের জন্য পরিষদের নিজস্ব বেতনভুক্ত স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে (হোসেন, ১৯৯২:১৬)

৮। ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থায়ী সম্পদসমূকে চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত সম্পদের উপর যথাযথ হারে কর নিরূপণ/ধার্য করা ও তা আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (আহমেদ ও কাদের, ১৯৯১: ৪৮) ।

৯। ইউনিয়নের আওতাধীন যানবাহন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার জন্য ফি ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা (আহমেদ ও কাদের:১৯৯১)।

১০। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিষদের আয়বৃদ্ধি, জনগণকে সেবা প্রদান ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অর্থকরী কাজে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা (হোসেন, ১৯৯২:১৭)।

১১। স্থানীয় কর, রেইট, ফি বৃদ্ধিকল্পে প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২। ইউনিয়নের অন্তর্গত খাস পুকুর, খাস জমিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নিকট লিজ দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তা চাষাবাদ অথবা পুনরায় লিজের মাধ্যমে পরিষদের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ইউনিয়নের অন্তর্গত জলমহাল, হাটবাজার, ফেরীঘাট ইত্যাদি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা।

১৩। ডেভির মতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে- ক) সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং খ) লাভের উদ্দেশ্যে। এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার, কৃষি খামার, বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি কার্যক্রম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। সম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে মার্কেট নির্মাণ, বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও ইউনিয়ন পরিষদ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন,

ক) সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে;

খ) কমপক্ষে মধ্য-মেয়াদ সম্পন্ন সরঞ্জামাদি কেনার জন্য;

গ) আয় সম্ভব এমন খাতে পুঁজি বিনিয়োগ; এবং

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ গঠন/উন্নয়নের জন্য

গ্রন্থপঞ্জি

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার (২০০০), বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিবর্তন, ধরন, গতিধারা ও অন্তরায়সমূহ, পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষাণ্মাসিক পত্রিকা, জুলাই ২০০০ সংখ্যা।

আহমদ, কাজী খলিকুজ্জমান (১৯৯১), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রসঙ্গে, উন্নয়ন বির্তক, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৯১, ঢাকা।

সাহা, সরোজ কুমার (১৯৮৯), শিল্প উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি, রহমান ও অন্যান্য সম্পা:, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যায়ল মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার এবং মিজানুর রহমান (১৯৯৪), স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা।

হোসেন, শিরিন (১৯৯২), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ আহরণঃ ইউনিয়ন পরিষদের অভিজ্ঞতা, পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৯২।

আহমেদ, তোফায়েল এবং কাদের আবদুল (সম্পাঃ) (১৯৯২), ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যা ও সম্ভাবনা: একটি কর্মশালা প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০৮), ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স দ্বিতীয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইনষ্টিটিউশনাল সাপোর্ট কনসালটেন্টস), ঢাকা।

হুদা, ইনামূল (২০০৮), তৃণমূল সংগঠন গঠন ও ব্যবস্থাপনা, সাহানা ইনাম (প্রফি), ঢাকা।

Cheema, G. S. and Randinelli, D. A. (1983), Decentralization and Development, SAGE Publication, London.

Mitchell, Bruce (1979), Geography and Resource Analysis, London Inc, New York.

Bangladesh Bureau of Statistics-BBS (1998), Year Book of Agricultural Statistics of Bangladesh, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.